23

আজকের কাগজ

তারিখ ... 16 MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২....

চট্টগ্রাম সরকারি বাণিজ্য কলেজে নিরপেক্ষ ভর্তির গ্যারান্টি চাই

আগামী ১৪, ১৫ ও ১৬ মার্চ চট্টগ্রাম বাণিজ্য কলেজে হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অনার্স এবং বিকম পাস কোর্সের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

মোট সীটের অর্ধেকের মতো ইতিমধ্যে সংসদ এবং শিক্ষকদের মধ্যে বন্টিত হয়ে গেছে। এই সীটগুলো প্রতিটি ৫,০০০ হতে ১০,০০০ টাকাতে বিক্রি শুরু হয়ে গেছে ফেব্রুয়ারির শেষ দিক হতেই। সংসদের দখলদারদের পাশাপাশি কয়েকজন শিক্ষকও গোপনে এই অবৈধ কাজ শুরু করেছেন।

আমরা আবেদনকারীদের মধ্যে কয়েকজন দুই বছর আগে এইচএসসি ক্লাসে ভর্তির সময় উচ্চমূল্য সীট কিনে ভর্তি হয়েছিলাম। এবং আমাদের মধ্যে একজন জনৈক শিক্ষককে ৯,০০০ টাকা দিয়ে তাঁর আত্মীয় পরিচয়ে ভর্তি হয়েছিলো। তখনও প্রায় অর্ধেক সীট অবৈধভাবে বিক্রি হয়েছিলো।

অবৈধভাবে সীট বিক্রি শুরু হওয়ার ফলে অনেক ভাল ছাত্র-ছাত্রীকেও সীট কেনার মতো কুচিন্তা করতে হচ্ছে। কারণ অর্ধেক সীট অবৈধভাবে বিক্রি হলে প্রতিযোগিতা দ্বিগুণ বেড়ে যায় এবং প্রতিটি অনিয়মের জন্যে একজন প্রকৃত ছাত্রকে বাদ পড়তে হয়।

এখানে ভর্তি ফরম কেনার সময় ফরমের টাকার সঙ্গে অতিরিক্ত ৮০ টাকা নেয়া হয় গাইডের জন্যে। ফরমের সঙ্গে গাইড অবশ্যই কিনতে হবে। জোর করে গাইড বিক্রির ফলে লাখ লাখ টাকাও আয় হয়। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর ধারণা গাইড বিক্রি ব্যবসায়ে সংসদের সঙ্গে কলেজ কর্তৃপক্ষও জড়িত আছেন।

উল্লেখিত পরিস্থিতিতে আমাদের বিনীত প্রার্থনা ঃ

১. চলতি বছরে বাণিজ্য কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় ফলাফলের সমপরিমাণ অপেক্ষমান তালিকাসহ পত্রিকায় প্রকাশ করা হোক।

২. কোনো অবস্থাতেই যেন অপেক্ষমান তালিকার সিরিয়াল ব্রেক করা না হয়।

৩. কোন ভাবেই যেন কর্তৃপক্ষ ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে অনিয়ম বা দুর্নীতি করতে না পারেন।

৪. ভাইবা পরীক্ষা যেন তুলে দেয়া হয়। কারণ ভাইবাতেও এখানে ব্যাপক অনিয়ম হয়।

৫. ভর্তির সময় যেন যুক্তি সংগত পরিমাণ টাকা গ্রহণ করা হয়।

৬. ভর্তির সময় সংসদ যাতে অবৈধভাবে জোরপূর্বক চাঁদা-আদায় করতে না পারে।

সরকারি বাণিজ্য কলেজের কয়েকজন ছাত্র

কাজী একরামুল হক
মোঃ আলাউদ্দিন আহমেদ
জাকির হোসেন চৌধুরী
এ. এন. এম. আব্দুর রহমান